নিবেদন

পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্তরে পড়ার সময় মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ থাকলেও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা শেষ করার পর গবেষণার জন্য মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হই। প্রথম থেকেই বাঙালী জাতি, বাঙালীর সামাজিক পরিকাঠামো, ধর্ম-কর্ম, বাঙালীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিভাবে কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে বাঙালী বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তার ঐতিহ্যমূল কোথায় প্রোথিত আছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরার নিকট জানতে চাইলে তিনি অতি প্রাঞ্জল করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। মনে হয় একমাত্র মঙ্গলকাব্যেই আমার যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে পারি। তখনই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে থেকে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণে নিরত হই। এ বিষয়ে আমি সব রকমের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি আমার গবেষণা-তত্ত্বধায়িকা ডঃ বেরার নিকট থেকে।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়িকা গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে নানা কাজের মধ্যেও কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ভবনে, কখনো তাঁর নিজ বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে বহু জটিল বিষয় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ সুবোধ কুমার যশ বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান আলোচনা করে, উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। তাছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা যাঁরা আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণার কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তাঁরা এক বছর ছুটি মঞ্জুর করে কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার পারিবারিক জীবনে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন আমার শ্বশুর মহাশয় অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্বশ্রূমাতা ডঃ রমা চক্রবর্তী (মণ্ডল), শিক্ষিকা। তাঁদের আমি প্রণাম জানাই। তাছড়া আমের মাতৃদেবী জ্যোতিরানী পাল, পিতৃতুল্য বড় জামাইবাবু বীরেন্দ্রনাথ পাল, অগ্রজ শ্রী হিরন্ময় পাল ও আমার দিদিরা প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের উৎসাহ ও স্নেহাশীর্বাদ ছাড়া একাজ সম্ভব ছিলনা। সর্বোপরি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রী প্রভাসচন্দ্র পাল ও বড়দা স্বর্গীয় শ্রী বিজনকুমার পাল জীবিত কালে যাঁরা আমার উচ্চশিক্ষালাভে অনেক ত্যাগ স্বীকার

করেছেন। তাঁদের প্রয়াত আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ির আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগার, কোলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, কোলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রন্থাগার ও কলেজস্থ বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া সর্বক্ষণ পাশে থেকে, উৎসাহ দিয়ে, লেখা ও প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা কেয়া মণ্ডল (পাল), দর্শন বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, দুর্গাপুর। তিনি তাঁর সাংসারিক কাজকর্ম ও অধ্যাপনার মধ্যে থেকেও সর্বদাই আমার পাশে থেকেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র।

ধন্যবাদ জানাই বীরভূম ইনফোটেকের কর্মী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ও শ্রীমান পার্থ বর্দ্ধনকে। তাঁরা গবেষণাপত্রটি ধৈর্য্য সহকারে সযত্নে মুদ্রিত করে সাহায্য করেছেন।

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ *বিকাশচন্দ্র পাল*
সিউড়ী, বীরভূম